ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের দাবিতে সালমানের বাড়িতে ভক্তের তোলপাড়

পৃঃ ৫

আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে পেলেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৫ ● কলকাতা ● ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৮ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এবার আদালত থেকেও সুখবর পেলেন
কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটে ভালো ফল। এবার আদালত থেকেও সুখবর পেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালতে মানহানির মামলায় জামিন পেয়ে গেলেন কংগ্রেস সাংসদ। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের ভাই ডিকে সুরেশের দেওয়া বন্ডে জামিন পেলেন রাহুল।ওই মামলাতেই শুক্রবার রাহুলকে বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হাজিরা দিতেই রাহুলকে জামিন দিল কর্নাটকের ওই নিম্ন আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৩০ জুলাই।

রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধেও মামলা করেছিল বিজেপি। তবে ওই দুই নেতা এদিন অতিরিক্ত প্ধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দিয়েছিলেন গত ১ জুন। সেদিনই মামলায় জামিন মঞ্জুর করা হয়।২০২৩ সালের মে মাসে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে রাহুল অভিযোগ করেছিলেন, সরকারি কাজের জন্য নাকি সেসময় ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকার ৪০ শতাংশ হারে কমিশন নিত। বাসবরাজ বোম্বাইয়ের সরকারকে ৪০ শতাংশের সরকার বলে কটাক্ষও করেন রাহুল। কংগ্রেস নেতার এই দাবির বিরুদ্ধেই আদালতে যান কর্নাটকে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কেশব প্রসাদ।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা বেজে ২০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি ভবনে
তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বদল হচ্ছে শপথ নেওয়ার দিন। শনিবার নয়, শপথ হবে রবিবার ৯ জুন। রবিবার সন্ধ্যা ৭টা বেজে ২০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি ভবনে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষা- এই 'কোর ফোর গ্রুপ' নিজের হাতেই রাখবে বিজেপি!লোকসভা ভোটের ফল বেরতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ২৪০ আসন পেয়ে বিজেপি ম্যাজিক ফিগারের অনেক নীচে। এনডিএ-এর ঝুলিতে রয়েছে ২৯২ আসন। ফলে সরকার গড়তে বিজেপি এখন শরিক নির্ভর! আর সেখানেই নীতীশ-নায়ডু হয়ে উঠেছেন এনডিএ শিবিরের এক্স-ফ্যাক্টর। সরকারের ভাগ্য যে তাঁদের হাতে একথা বলাই যায়! এই পরিস্থিতির মধ্যেই সূত্রের খবর, ৭ জুন বৈঠকে বসছে বিজেপির সংসদীয় দলও। সেই বৈঠকেও মোদীকেই নেতা নির্বাচন করা হবে বলে একপ্রকার নিশ্চিত খবর। ওদিকে বাংলা থেকে কি এবার মন্ত্রিসভায় ২ জন? সূত্রের খবর, তেমনই। বাংলা থেকে এবার মন্ত্রিসভায় এবার থাকতে চলেছেন ২ জন! এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে অমিত শাহ টেলিফোনে কথা বলেছেন বলে জানা যাচ্ছে। সেখানেই বাংলা থেকে ২ জনকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কে কে? কোন ২ জন? সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ থেকে মনোজ টিগ্গা ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে অভিজিৎ গাঙ্গুলিকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পর গতকাল বৈঠকে বসে এনডিএ শিবিরও। এনডিএ বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন। শরিকদের সমর্থন পেতেই তৃতীয়বারের জন্য মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে আর কোনও বাধা রইল না। বৈঠকে চন্দ্রবাবু নায়ডু ও নীতীশ কুমার এনডিএ-কে সমর্থনের কথা স্পষ্ট করে দেন। তবে চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ উভয়েই লোকসভার স্পিকার পদের দাবিদার। পাশাপাশি, মন্ত্রিসভায় নিজের দলের কমপক্ষে ৪ জনকে দেখতে চেয়েছেন চন্দ্রবাবু নায়ডু। ওদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিয়ে জেডিইউ-র মোট ৫ জনকে রাখার দাবি জানিয়েছেন নীতীশ কুমারও। ফলে এনডিএ শিবিরের বিড়ম্বনা যে কমছে না তা বলাই বাহুল্য।

কয়লা পাচারের সঙ্গেও
যোগ ছিল শাহজাহানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহান রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে জড়িত। এ বার আদালতে নথি দিয়ে ইডি দাবি করল, কয়লা পাচারের সঙ্গেও যোগ ছিল শাহজাহানের। আর এই পাচারে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা 'শাহজাহান কর' বাবদ তোলা হত বলে প্রাথমিক ভাবে ইডির অনুমান। প্রসঙ্গত, কয়লা পাচারের ইডি ও সিবিআইয়ের মামলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধিকাংশ জায়গায় ইটভাটায় অনুপ মাঝি ওরফে লালা বেআইনি ভাবে কয়লা সরবরাহ করতেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। লালার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক ডায়েরির নথি থেকে কয়লা পাচারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার শাসক দলের একাধিক দাপুটে নেতার নাম উঠে এসেছে। ওইসব নেতাদের সঙ্গে শাহজাহানের ঘনিষ্ঠতারও সূত্র পাওয়া গিয়েছে। সিবিআইয়ের কয়লা পাচারের মামলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক দাপুটে নেতা তথা বিধায়ককে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ফের তাঁকে তলব করা হবে বলে সিবিআই সূত্রের খবর।উল্লেখ্য, রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিক গ্রেফতারের বেশ কিছু দিন পরে তাঁর মারফতই শাহজাহানের নাম উঠে আসে বলে ইডি সূত্রের দাবি।

তদন্তকারীদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ও তৎ-সংলগ্ন এলাকার বহু বাসিন্দার জমি জোর করে দখল করে সেখানে বেআইনি ভাবে ভেড়ি বানিয়ে মাছ চাষের অভিযোগ ওঠে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সেই মাছ চাষের আড়ালে কালো টাকা সাদা করতেন সন্দেশখালির অবিসংবাদিত নেতা শাহজাহান। আপাতত জেলে তিনি।কিন্তু, কয়লা পাচারের সঙ্গেও যে তাঁর যোগ রয়েছে,

এরপর ৩ পাতায়

শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে

প্রধানমন্ত্রী তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন

নয়াদিল্লি, ০৭ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ক্রমতালিকায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমশ উঠে আসার তথ্যে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিউএস কোয়াকুয়ারেল্লি সাইমন্ডস্ লিমিটেড-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং ম্যানেজিং ডায়রেক্টর শ্রী নুনজিও কোয়াকুয়ারেল্লি সামাজিক মাধ্যম এক্স পোস্টে এক বার্তায় তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ক্রমতালিকায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্রমশ উঠে আসার তথ্য তুলে ধরেন। প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত এক দশকের বেশি সময়কালে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে ব্রতী হয়েছি। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ক্রমতালিকা তারই প্রতিফলন। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং অন্যান্যদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য অভিনন্দন। আমরা গবেষণা ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাই"।

অবশেষে 'বিধায়ক' হয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি পেরেছেন! অবশেষে 'বিধায়ক' হয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার শুষ্কমাটির 'সাংসদ' হওয়ার জল্পনা থাকলেও বরানগরের সেরা হয়েছেন অভিনেত্রী। বিজেপির সজল ঘোষ, বামপ্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য আবার বরানগর জুড়ে দলীয় 'কোন্দল' কাটিয়ে জয় পেয়েছেন বিধাননগরের পুলিশ পরিবারের মেয়ে।বাড়ি ফিরলেই সারমেয়দের সঙ্গেও খুনসুটি চলে সায়ন্তিকার। কালুয়া থেকে শুরু করে বীরা, চার সারমেয়ের নামেও রয়েছে অভিনবত্ব। সায়ন্তিকার কাছের সিরাজ, টিকিও। গোল্ডেন রিট্রিভার প্রজাতির সিরাজ থেকে চাউ চাউ প্রজাতির কালুয়া। সায়ন্তিকার এক আকাশ জুড়ে থাকে ওরাই। অভিনেত্রী বলছেন, "যখন আমি বাঁকুড়া ছিলাম, প্রথম প্রথম খুব মিস করতাম ওদের। আর পারিনি, নিজের সঙ্গেই নিয়ে যেতাম কাউকে কাউকে। ছোটবেলা থেকেই পোষ্য আমার খুব কাছের। আমি বিশ্বাস করি, সবাই কথা না রাখলেও সব পজিটিভিটি দেবে ওরাই। কেউ যদি আমায় ওদের মা বলেন, আমি ভীষণ খুশি হই।"

সন্তান স্নেহের সারমেয় থেকে অবসরে বই, সায়ন্তিকার বিধায়ক জীবন শুরুর প্রথম পর্ব থেকেই ওরাই যেন সব। বরানগরের সুখ, বাঁকুড়ার ক্ষত, সব পেরিয়ে নেত্রী সায়ন্তিকা বলছেন, কালুয়াদের জন্যও তো ভাবতে হবে আমাদেরই, তাই না!বরানগর উপনির্বাচনে তাপস রায়ের ছেড়ে যাওয়া আসনে ৮ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন নায়িকা। কিন্তু সায়ন্তিকার এই জয়ের পথেও এসেছে বহু বাধা! কিন্তু 'মাইক মামণি', 'মার গুড় দিয়ে রুটি'- তকমা ছাড়িয়ে তিনিই হয়ে উঠেছেন মমতা ঘরানার আরও এক মহিলা জনপ্রতিনিধি। জিতেই দিদির কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছেন। ফুলের তোড়া পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। জয়ের পর সেই সায়ন্তিকা বলছেন, "কথা দিচ্ছি জিতেই পালিয়ে যাব না, হয়ে উঠব ঘরের মেয়েই। বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছি, বহু সমস্যা ছিল, সব মিটেছে মানুষের আশীর্বাদে।"

তবুও 'বিধায়ক' হয়েও খানিকটা যেন মনখারাপও হয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। টবিন রোডের কাছের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে বসে মিস্ করছেন তাঁর চার সন্তানকে। যাদের তিনজন ছিল আগেই, সদ্য সায়ন্তিকার সংসারে এসেছে আরও একজন। চার সারমেয়কে নিয়ে জমজমাট টালিগঞ্জের ফ্ল্যাট এখন প্রায় ফাঁকা! বর্তমানে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে রয়েছে দুজন। যাদের নিয়েই একটু আধটু অবসর কাটছে বরানগরের জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর।

পোষ্যদের সঙ্গে সায়ন্তিকা।

লোকসভায় বাঁকুড়ায় টিকিট না পাওয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা, আবার বরানগরের প্রার্থীপদ । দীর্ঘ এই যাত্রায় অভিনেত্রী বারবার পড়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ার সমালোচনার মুখে। 'অপমানিত'ও হয়েছেন বারবার! ব্যক্তিগত আক্রমণ,

এরপর ৩ পাতায়

ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে এক যুবকের

মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি অন্যান্য যাত্রীদের

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : শিয়ালদহ মেন শাখায় বিপত্তি। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি অন্যান্য যাত্রীদের। শুক্রবার সকাল থেকে ভিড়ে ঠাসা শিয়ালদহ মেন শাখার প্রতিটি লোকাল ট্রেন। তাতে ধাক্কাধাক্কি করে ওই যুবক উঠতে যান বলেই দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। জখম যুবককে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত বারোটা থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চলছে ওভারহেডের তার টানা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। প্রথম পর্যায়ে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। এর পর ইন্টারলকিংয়ের কাজ। বাতিল একের পর এক লোকাল ট্রেন। ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। তবে ভোগান্তির জন্য রেলকেই দায়ী করেছেন যাত্রীরা। তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ, প্ল্যাটফর্ম সংস্কারের জন্য ঠিক কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হয়েছে আর কোন ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করা হয়েছে, তা কর্তৃপক্ষের তরফে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। সে কারণেই বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। যদিও রেলের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের দাবি, "পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সব ঠিকঠাকই রয়েছে।"হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেন যাত্রীরা।

মৃত মহম্মদ আলি হাসান আনসারি, উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের বাসিন্দা। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে কাজ করেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, "টিটাগড় থেকে ট্রেনে ওঠেন তিনি। বেশ ধাক্কাধাক্কি করেই ওঠেন। টিটাগড় ও খড়দহ স্টেশনের মাঝে ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে যান।" জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলেই জানান। এই ঘটনায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালে বিক্ষোভও দেখা মৃতের পরিবার-প্রতিবেশীরা। যদিও হাসপাতালের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, ওই যুবককে হাসপাতালে আনামাত্রই চিকিৎসা শুরু হয়।

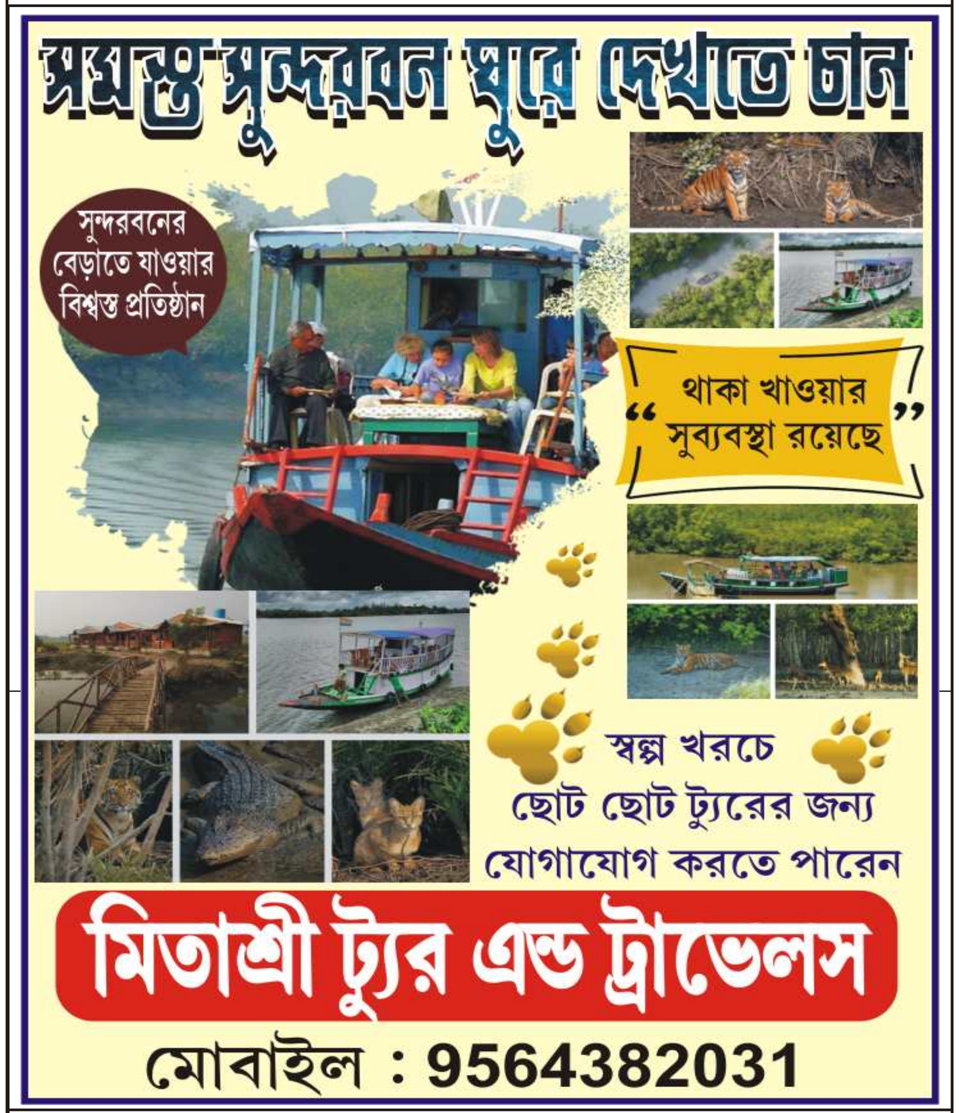

ফালাকাটায় বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে

পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

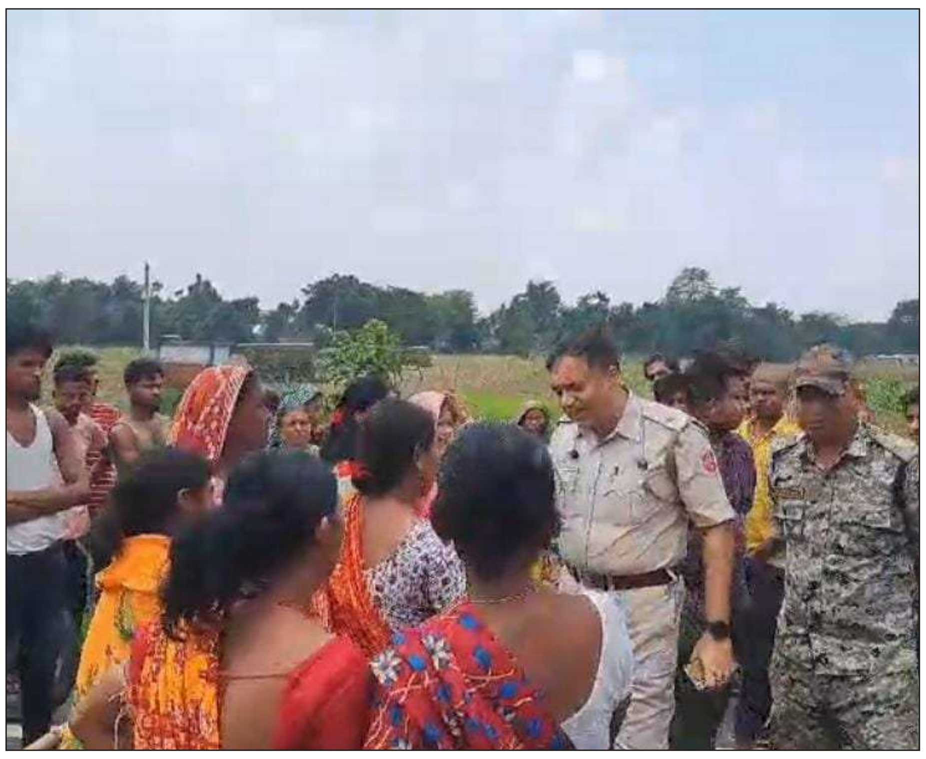

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : ফালাকাটা জয়চাঁদপুর এলাকায় সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় লোকজন। পথ অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ফালাকাটা-ধুপগুড়ি সড়কের জটেশ্বর মোড় জয়চাঁদপুর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।বিক্ষোভকারীরা জানান জয়চাঁদপুর ও বালাসুন্দর এলাকায় বিগত তিন দিন ধরে বৈদ্যুতিক সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ।সঠিক পরিমাণে বিদ্যুৎ পাচ্ছে না এমনকি লো-ভোল্টেজের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। জ্বলছে না বাল্প,ঘুরছে না পাখা সেই কারণে লাটে উঠেছে পড়ুয়াদের পড়াশুনা।বিদ্যুৎ দপ্তরে বারবার অভিযোগ জানিও হয়ননি কোন সুরাহা। ফলে শুক্রবার সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটা নাগাদ এক ঘন্টা ধরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মহিলা থেকে শুরু করে সবাই। ফালাকাটা-ধুপগুড়ি সড়কের জটেশ্বর মোড় জয়চাঁদপুর এলাকা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে।পথ অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু যানবাহন তৎকালীন সময়ে ধুপগুড়ি থানার আইসি ওই রাস্তা দিয়ে আলিপুরের দিকে যাচ্ছিল তাকে পর্যন্ত ঘুরপথে যেতে হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশের প্রতিশ্রুতি পেয়ে স্থানীয়রা ওই পথ অবরোধ তুলে নেন।ফলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ভোটগণনা পর্ব মিটে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার

ভাঙড়ে পা রাখলেন

আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সপ্তম দফায় ভোট ছিল যাদবপুরে। সেই যাদবপুরের মধ্যেই ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র। কিন্তু ভোটের দিন এলাকায় দেখা মেলেনি ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। ভোটগণনা পর্ব মিটে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ভাঙড়ে পা রাখলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। যাদবপুর থেকে আইএসএফ যাঁকে প্রার্থী করেছিল, তিনি চার নম্বরে শেষ করেছেন লড়াই।শেষে ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী করেছিল মঞ্জু লস্করকে। তিনিও চার নম্বরেই লড়াই শেষ করেছেন। প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে অভিষেকের থেকে ১০ লাখেরও বেশি ভোটে পিছিয়ে। সেই প্রেক্ষিতে যদি লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার থেকে নওশাদ দাঁড়াতেন, তবে কি অভিষেকের মার্জিন কমানো যেত? আইএসএফ চেয়ারম্যান অবশ্য এখনও দাবি করছেন, ডায়মন্ড হারবারে তিনি ভোটে দাঁড়ালে অভিষেককে হারাতে পারতেন। নওশাদ বলেন, 'আমার ইচ্ছা ছিল। বলেছিলাম, দল অনুমোদন দিলে লড়াই করব। দল অনুমোদন দেয়নি। আমি যদি ভোটে দাঁড়াতাম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতাম। প্রাক্তন করতাম।'

যদিও ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়কের দাবি, ভাঙড় থেকে আইএসএফ অন্তত ৫০ হাজার ভোটের লিডে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ডায়মন্ড হারবার থেকে যদি দল তাঁকে ভোটে দাঁড়ানোর অনুমোদন দিত, তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পারতেন বলেও দাবি নওশাদের।

নওশাদ বলেন, 'ভাঙড় থেকে আমরা কম করে হলেও ৫০ হাজার ভোটের লিডে রয়েছি। ভাঙড়ের ভোটাররা আইএসএফের সঙ্গে রয়েছেন। হিংসা করে আইএসএফকে ভাঙড়ের বুক থেকে মোছা যাবে না।' উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নওশাদ। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আর ভোটে দাঁড়াননি। নওশাদের যুক্তি ছিল, দলের অন্দরে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো রয়েছে। দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই হয়েছে।

১-ম পাতার পর

কয়লা পাচারের সঙ্গেও যোগ ছিল শাহজাহানের

তা এত দিন জনসমক্ষে আসেনি বলেই ইডি সূত্রের দাবি। সম্প্রতি বিচার ভবনে সিবিআই বিশেষ আদালতে শাহজাহান ও তাঁর ভাই আলমগীর-সহ চার জনের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট ইডি জমা দিয়েছে, সেখানে তদন্তকারী অফিসারের দাবি, আসানসোল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ১ ও ২ নম্বর ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় শতাধিক ইটভাটায় নিয়মিত কয়লা পাচার হত। এক একটি গাড়িতে ২০ থেকে ৩০ টন কয়লা আসত। যার সঙ্গে যোগ ছিল শাহজাহানের।এক টন কয়লার বাজারদর ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। তদন্তকারীদের দাবি, শাহজাহান সন্দেশখালি ১ ও ২ নম্বর ব্লকে আসানসোল থেকে আসা কয়লা সরবরাহ করতেন এবং টন প্রতি অতিরিক্ত ২০০০ টাকা 'শাহজাহান কর' হিসেবে ইটভাটার মালিকদের দিতে হত। তদন্তকারীদের আরও দাবি, ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত আসানসোল থেকে সন্দেশখালিতে দিনে প্রায় ১৫০০ টনেরও বেশি কয়লা পাচার হত এবং 'কর' বাবদ দিনে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উঠত।

গরু চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১, উদ্ধার চুরি যাওয়া গরু

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : গরু চুরির ঘটনার কয়েকঘন্টার মধ্যেই দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করে নজির গড়ল ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গরু চুরির ঘটনায় বেলিয়াবেড়া থানার রান্টুয়া থেকে মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বুধবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় খামরী। বাড়ি পিঁড়রাপাল এলাকায়। দুই দিন পুলিশ হেফাজতের পর পুনরায় শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত ০২.০৬.২৪ তারিখ আশকোলা গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ গরু চুরির অভিযোগ দায়ের করেন বেলিয়াবেড়া থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে বেলিয়াবেড়া থানার এস.আই সুবোধ মাহাতোর নেতৃত্বে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। সেই সঙ্গে উদ্ধার চুরি যাওয়া দুটি গরু।বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি এলাকার মানুষেরা।

শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতের

ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন দুই পুলিশ আধিকারিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাই কোর্টের স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট থানার পুলিশ। এমনই অভিযোগে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন দুই পুলিশ আধিকারিক। ন্যাজাট থানার ওসি শুভাশিস প্রামাণিক এবং এসআই রাজেশ হালদার আদালতের বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। শুক্রবার ন্যাজাট থানার ওই মামলা বসিরহাট মহকুমা আদালতে ওঠে। দুই পক্ষের আইনজীবীর সওয়াল-জবাবের মধ্যেই বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়েন ন্যাজাট থানার ওসি এবং এসআই। কেন তাঁরা ন্যাজাট থানার পুলিশ হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করল, তার জবাব চান বিচারক। কিন্তু পুলিশের তরফে তেমন কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি বলে খবর। আদালতে ধৃতদের আইনজীবী জানান, কোনও রকম নোটিস ছাড়াই তাঁর মক্কেলদের গ্রেফতার করা হয়। বস্তুত, ওই মামলা আদালতে ওঠার পর এক ঘণ্টার মধ্যে ওই থানার ওসি শুভাশিস এবং এসআই রাজেশকে আদালতে তলব করেন বিচারক। দু'জন আদালতে হাজির হলে তাঁদের কাছে গ্রেফতারির জন্য কৈফিয়ত চাওয়া হয়। কিন্তু সদুত্তর দিতে পারেননি বলে ভর্ৎসিত হয়েছেন দুই পুলিশ আধিকারিক। তার পর ধৃতদের জামিনের আবেদনের শুনানি শুরু হয় আদালতে। ভোটের দিন বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালির বয়ারমারিতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশ এবং বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সন্দেশখালি থানার এসআই সাগির গাজিকে আক্রমণের অভিযোগে সব মিলিয়ে ১২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ি এলাকা থেকে নুনকু পাইক এবং ভাস্কর হাজরা নামে দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশ। তাঁরা বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। নিজেদের নির্দোষ দাবি করে হাই কোর্টে গিয়েছিলেন দু'জন। আদালত ওই মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে ওই দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পর পর ৩ বার মিললেও এবার 'ফেল' ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পর পর ৩ বার মিললেও এবার 'ফেল' ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো দূর, এবার এনডিএ শরিকদের সঙ্গে নিয়ে কোনওমতে সরকার গড়েতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির আসন সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী না মেলায় এবার ভুল স্বীকার করে পিছু হঠলেন প্রশান্ত কিশোর। তবে ভোটপূর্বে প্রশান্ত কিশোরের ভবিষ্যদ্বাণী, নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর দেখা যায় পুরোপুরি উলটে গিয়েছে। ৩০০ আসন তো দূর ২৪০ আসনে আটকে গিয়েছে গেরুয়া শিবির। এনডিএর মোট আসন ২৯২টি। অন্যদিকে, বাংলায় এবার বিজেপির আসন বাড়বে বলেও জানিয়েছিলেন পিকে। সেখানেও দেখা গিয়েছে বিজেপির আসন সংখ্যা ১৮ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ তে। তৃণমূল পেয়েছে ২৯ টি আসন। সংখ্যাতত্ত্বে সবটা গোলমাল করে এবার ভুল স্বীকার করে ব্যাকফুটে ভোটকুশলী। জানালেন, সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় আর কখনও নামবেন না তিনি। সংবাদ মাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভুল মেনে নিয়ে প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor) বলেন, 'এ কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে বিজেপি যত আসন পাবে বলে আমি জানিয়েছিলাম তা মেলেনি। আমি বলেছিলাম বিজেপি ৩০০-এর কাছাকাছি আসন পাবে। কিন্তু অনুমান ভুল প্রমাণ করে বিজেপি এবার ২৪০ টি আসন পেয়েছে।' একইসঙ্গে পিকে বলেন, 'আমি এটাও বলেছিলাম বিরোধীদের

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

অবশেষে 'বিধায়ক' হয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

'মাইক মামণি'র মতো কুরুচিকর তকমাও সহ্য করেছেন। তবুও তিনি বলছেন, "বরানগর বিধানসভার মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে সব জবাব দিয়েছেন। ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করেছি। মানুষ ভালোবেসেছেন। আবার সবকিছুর পরেও ওরা (পোষ্য) আমায় ভালোবেসেছে নিরন্তর।" তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই পড়ে থেকেছেন বরানগরে। মা, বাবার সঙ্গেও প্রায় দেখা হয়নি তাঁর। মনখারাপ হয়েছে? অভিনেত্রীর কথায়, "মায়ের সঙ্গে রোজ রাতে ফোনে কথা হয়েছে। মনখারাপ তো হয়েছে। দেখা হয়নি সেভাবে। বরানগরও আমার পরিবার। অনেক কাজ বাকি এখনও।"

নোবেল বিজয়ী সত্যার্থী ডক্টর কুমারের কাজের প্রশংসা করেছেন

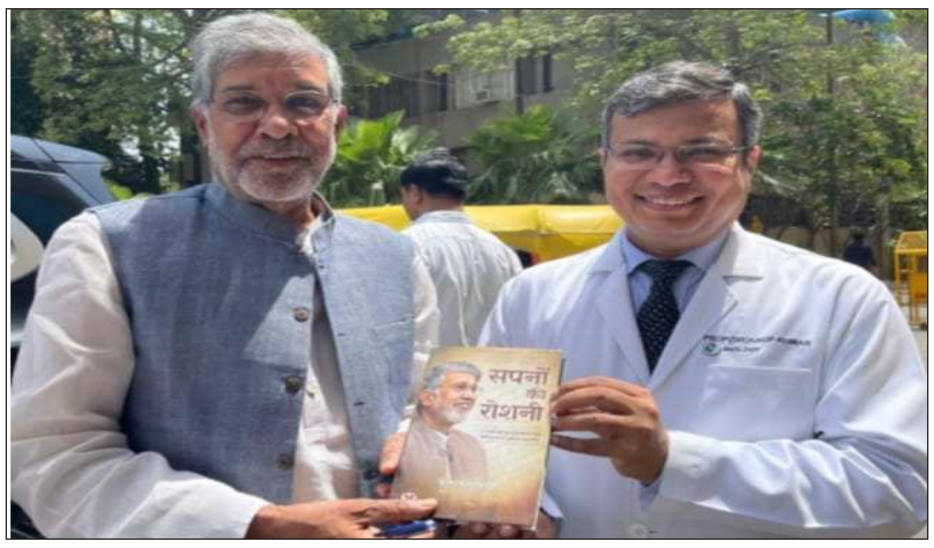

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : নোবেল বিজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী গতকাল সাফদরজং হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ অনুপ কুমারকে তার বই "সপনো কি রোশনি" উপহার দিয়েছেন এবং তার কাজের প্রশংসা করেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বইটি সহ ডঃ কুমারকে লেখা চিঠিতে মিঃ সত্যার্থী তাঁর ক্ষমতা ও কাজের প্রশংসা করেছেন।

ডাঃ কুমার দেশের সুপরিচিত ইউরোলজি চিকিৎসকদের একজন। তিনি এমন অনেক কঠিন রোবোটিক সার্জারি করেছেন, যা বিশ্বের অনেক দেশেই প্রশংসিত হয়েছে।

রস আইল্যান্ড বর্তমানে নেতাজি আইল্যান্ড নামে পরিচিত

কলমে : বেবি চক্রবর্ত্তী

নিউজ সারাদিন : আন্দামানে রস আইল্যান্ড(Ross Island) পর্যটকদের সবার প্রিয় এই আইল্যান্ড। স্যার ড্যানিয়েল রসের নাম অনুসারে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে রস আইল্যান্ড। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ জরিপকর্মী। পোর্টব্লেয়ার বন্দরকে পাহারা দেওয়ার কাজে তিনি এই দ্বীপকে চিহ্নিত করেন। ব্রিটিশ শাসনে এই দ্বীপই ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার। ০.৩ বর্গকিমি আয়তনের এই দ্বীপ তখন ঘন বন জঙ্গলে ঢাকা। জঙ্গল কেটে দ্বীপকে বাসযোগ্য করার পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল বন্দিদের। তখন ব্রিটিশ সাহেবরা ছিলেন জাহাজে,তাঁরা ডাঙায় পা রাখেননি। শাসনের কেন্দ্রবিন্দুকে মনের মতো করে এই রস আইল্যান্ড কে সাজিয়েছিল ব্রিটিশরা। কি ছিলো না সেখানে ?বিলাসবহুল বাংলো, বড় গির্জা,প্রিন্টিং প্রেস,পোস্ট অফিস,সুইমিং পুল,ড্যান্স বার,পাওয়ার হাউস,বেকারি থেকে শুরু করে সমাধিস্থান। জীবনযাপনের সব প্রয়োজনকে এখানে বন্দিদের দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা। তখনকার রস আইল্যান্ড যেন এ যুগের এক বিলাসবহুল পাঁচ তারা হোটেল। রস আইল্যান্ডের বাসিন্দা বলতে এখন শুধু একপাল হরিণ ও ময়ূর। বিশ শতকের গোড়ায় হরিণদের সেখানে শুধু রাখা হয়েছিল ব্রিটিশদের শিকার শিকার খেলার জন্য। সেই খেলা বন্ধ হয়েছে বহু দিন। এখন দ্বীপের সবুজকে আশ্রয় করে অতীত কারাগারে বসবাস করছে এই হরিণের আর ময়ূরের দল।অতীতের প্রাণস্পন্দনের সব চিহ্নকে নিয়ে আজও প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে এই দ্বীপ। শোনা যায় অতীতের বন্দিদের আত্মা এখনও নাকি ঘুরে বেড়ায় পরিত্যক্ত জনপদের আনাচে কানাচে।

আন্দামানের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম।

১৯৪১ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি পোর্টব্লেয়ার বা রস আইল্যান্ডের ব্রিটিশ উপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ দখল করে জাপানিরা। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই দ্বীপ ছিল জাপানিদের অধীনে। ঠিক সেই সময় ১৯৪৩-এর ৩০ শে ডিসেম্বর এই রস আইল্যান্ডের মাটিতে পা রেখেছিলেন নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু, সেখানে একদিন একরাত ছিলেনও তিনি ।১৯৪৩ সালে ৩০ ডিসেম্বর পরাধীন ভারতে পোর্ট ব্লেয়ারের (সাউথ পয়েন্টে) ভারতবর্ষের সর্ব প্রথম তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনও করেন। বর্তমানে যেটা তেরঙ্গা পয়েন্ট নামে পরিচিত। ২০১৯ শে'র লোকসভা ভোটের ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে ২০১৮ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করে রস আইল্যান্ডের নতুন নামকরণ করেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাউথ আন্দামান জেলার এই দ্বীপের(রস আইল্যান্ডের) নাম পরিবর্তন করে নাম হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দ্বীপ নামে। এবং ওই দিনে (৩০ ডিসেম্বর) ঠিক একই জায়গায় ১৯৪৩ সালে ৩০ ডিসেম্বর যেখানে ভারতের প্রথম পতাকা উত্তলন করেছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু ঠিক সেখানেই নতুন করে পতাকা উত্তলন করেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নেতাজী কে নিয়ে পরাধীন অথবা স্বাধীন ভারতে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েই চলেছে যুগের পর যুগ,অতীত এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি সরকার দ্বারা ওখানে অনেক কাজ হয়ছে। এই আইল্যান্ড কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নামকরণ করে বাংলাকে সম্মান জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। অপ্রকাশিত ইতিহাসের উন্মোচন যদি না করা না হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছেও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু নিয়ে ধোঁয়াসা আজও বহন করে চলেছে এবং এর নিস্পত্তি দিকে তাকিয়ে আজও সাধারণ মানুষ মান্না দে র গানের কথায়... মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করে। তখন পরাধীন ভারতের ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর নেতাজি সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষনা করেন।২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কয়েক দিনর মধ্যেই জাপান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ৬ ই নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেজো আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন। ৩১ শে ডিসেম্বর নেতাজি এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন যথাক্রমে "শহিদ" ও "স্বরাজ"। দলে দলে ভারতীয়রা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেন। নেতাজির আহ্বানে প্রবাসী ভারতীয়রা মুক্তহস্তে যুদ্ধ তহবিলে দান করতে থাকেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ঠা জানুয়ারি নেতাজি রেঙ্গুন- এ যান এবং সেখানে তাঁর সামরিক দপ্তর স্থাপিত হয়। এখান থেকে শুরু হয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযান। স্বাধীনতার মুক্তিসংগ্রামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেশবাসীর মনে প্রবল জাতীয়তাবাদী আশা - আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করে এবং সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। একটি নব দিগন্তের সূর্যদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে আমারা সবাই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা ০৮ জুন, ২০২৪ শনিবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

এবার প্রশাসনে বড় রকমের ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসভা ভোটে বাংলায় স্যুইপ করার পর এবার প্রশাসনে বড় রকমের ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১ তারিখ মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে মেগা বৈঠক ডাকলেন তিনি। প্রশাসনের ঝাঁকুনি দেওয়ার এই চেষ্টার পাশাপাশি যে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠতে পারে তা হল অর্থের সংস্থান। কারণ, এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খাতে কোষাগারের উপর চাপ বেড়েছে। তা ছাড়া ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবাস যোজনা খাতে সাড়ে ১১লক্ষ মানুষকে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে নবান্ন কর্তারা মনে করছেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রের থেকে যে অসহযোগিতা গত পাঁচ বছর ধরে দেখা গিয়েছে, এবার তা চালিয়ে যাওয়া বিজেপির জন্যও মুশকিল। তা ছাড়া কেন্দ্রে জোট সরকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই বন্ধুও এবার রইলেন। তাঁরা হলেন, চন্দ্রবাবু নায়ডু ও নীতীশ কুমার।মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, বাংলায় যে নেতি নেতি পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল বিরোধীরা, এই জনাদেশ তাকে খণ্ডন করে দিয়েছে।তৃণমূলের প্রতি মানুষ আস্থা জানিয়েছে। শাসক দলের ভোটও বেড়েছে। একে তাঁর সরকারের প্রতি আস্থা হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। কারণ, সাধারণ নির্বাচন হলেও বিজেপি এই ভোটে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল। সেই অবস্থায় মানুষ যদি তৃণমূলকে আগের তুলনায় বেশি হারে ভোট দেয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই আস্থা রয়েছে। সেই আস্থা ধরে রাখতে এবার প্রশাসনকেও কোমর বেঁধে নামতে হবে।

গত লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ভোটের ফারাক ছিল ৩ শতাংশ। এবার তা বেড়ে ৭ শতাংশ হয়েছে। বিজেপির ভোট গত লোকসভার তুলনায় ৩ শতাংশ কমেছে। তৃণমূলের ভোট ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৫.৭৬ শতাংশ। অনেকের মতে, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরিতে হাওয়া দিয়েছিলেন প্রশাসনেরই অনেকে। মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশাসনের একাংশ ক্রমাগত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন বলেও নবান্নের শীর্ষ স্তরের ধারণা। এবার সেই কারণেই ঝাঁকুনি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

লোকসভা ভোটের মধ্যে এবার বেশ কিছু জেলা শাসক, অফিসার এবং পুলিশ কর্তাকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে বৈঠকের আগে সোমবার সেই সব অফিসারদের মধ্যে অনেককেই তাঁদের পুরনো পোস্টিংয়ে ফেরানো হবে। রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে ফের আনা হতে পারে পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকেও। তার পর ১১ তারিখের বৈঠকে সব দফতরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও জেলা শাসক, পুলিশ সুপারদের ডাকা হয়েছে। নবান্ন কর্তাদের মতে, ওই বৈঠকে প্রশাসনের অনেক অফিসার হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা পেতে পারেন। কিন্তু অনেকের কপালে অন্য কিছুও জুটতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আগাম জল্পনা ঠিক হবে না।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বিরাজমান, সেটি আমরা নিজে চোখে দেখে আসতে পারি তারাপীঠে গিয়ে ও। তারাপীঠের মহাশ্মশানের দ্বিতীয় রহস্য লুকিয়ে আছে শ্মশান-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর জলে। এই নদী উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ এর স্রোত বইছে উত্তর দিকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

মন্ত্রী শকটা ব্রাহ্মণ খোঁজার দায়িত্ব নেন। তিনি চাণক্যকে ধনানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের পুরোহিত হওয়ার অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী চাণক্য যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে পুরোহিতের আসন গ্রহণ করেন। চাণক্যের চেহারা তেমন ভালো ছিল না। পুরোহিতের আসনে কদাকার ব্রাহ্মণ চাণক্যকে দেখে মহারাজ ধনানন্দ গেলেন রেগে। অযথাই চাণক্যকে তিরস্কার করে বের হয়ে যেতে বলেন। চাণক্য প্রথমে মহারাজাকে হিতবাক্যে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাজা ধনানন্দ কিছু না শুনে উল্টো অন্যদের দিয়েও চাণক্যকে অপমান করেন। এবার ক্রুদ্ধ হলেন চাণক্য। সেখান থেকে চলে আসেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যদিকে রাজা ধনানন্দের সত'ই (পিতা মহাপদ্মের ঔরসে দাসী 'মুরা'র গর্ভজাত) পদস্থ ও উচ্চাভিলাষী তরুণ সামরিক কর্মকর্তা চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা করছিলেন। কারণ পিতা মহাপদ্মের মৃত্যুর পর রাজা ধনানন্দ দাসীমাতা মুরা ও সত্ভাই চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অপমানিত চন্দ্রগুপ্ত তাই ধনানন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে প্রাণ বাঁচাতে তাকে বিন্ধালের জঙ্গলে পলাতক ও নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে হয়। তখনই ঘটনাচক্রে চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ যে ইতিহাসের বাঁক বদলে দেবে কে জানত?চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের প্রতিশোধপরায়ণতা আর সিংহাসনের বাসনাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তও চাণক্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। ফলে চন্দ্রগুপ্ত তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাংলায় কটা মন্ত্রী পেতে চলেছে নতুন মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ফলাফল মনমতো হয়নি। উনিশের তুলনায় আসন সংখ্যা কমেছে এবার। পাশাপাশি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠনে ব্যর্থ বিজেপি। শরিকদের হাজারও দাবিদাওয়া মেনে তৈরি করতে হবে মোদি ৩.০-র মন্ত্রিসভা। একাধিক মন্ত্রকের দাবি তুলে বিজেপিকে চাপে রাখছে NDA-র অন্যান্য শরিকরা। ভুল প্রার্থী বাছাই, ভোটের সাম্প্রদায়িকীকরণ, আতঙ্ক এবং নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভে সব স্তরের কর্মীদের না নামা, বিদায়ী সাংসদদের নিজেদের এলাকায় পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে রাজ্যে ভরাডুবির পিছনে প্রাথমিক ময়নাতদন্তে এই ধরনের নানা কারণ উঠে আসছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। শুক্রবার ছিল এনডিএ-র নেতা বাছাইয়ের বৈঠক। তাই দলের নির্দেশে প্রত্যেক সাংসদকে উপস্থিত হয়েছিল দিল্লিতে (Delhi)। সেখানেই বঙ্গ বিজেপির এক সাংসদ ও রাজ্যস্তরের অন্যতম শীর্ষনেতার প্রাথমিক বিশ্লেষণে উঠে এল এই ধরনের নানা তত্ত্ব। তাঁর মতে, যদিও প্রার্থী নির্বাচন করেছিল সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, তবু প্রার্থী বাছাইয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত আরও ভেবেচিন্তে নেওয়া যেত। একইসঙ্গে দাবি করা হচ্ছে, অযোধ্যা, রাজস্থানের মতো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও যে হিন্দুরা সর্বতোভাবে সমর্থন করেনি, সেই একই ছবি দেখা গিয়েছে রাজ্যেও।

তাঁদের শর্ত মেনে বিলিবণ্টনে কি এবার বাংলার ভাগ্যে ছিঁড়বে পূর্ণ মন্ত্রিত্বের শিকে? এই প্রশ্নেই এখন সরগরম বঙ্গ বিজেপির অন্দরমহল। দিল্লিতেও এনিয়ে জোর আলোচনা। তবে এখনই খোলসা করে কেউ কিছু বলছেন না।চব্বিশের লোকসভা ভোটে (2024 Lok Sabha Election)বিজেপি বাংলায় জিতেছে ১২টি আসন। উনিশে যা ছিল ১৮। সেসময় দু-চারজন সাংসদ ঘুরেফিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। আসানসোল থেকে জয়ী বাবুল সুপ্রিয়, আলিপুরদুয়ারের জন বার্লা, বাঁকুড়ার সুভাষ সরকারের পর কোচবিহারের নিশীথ প্রামাণিক ও বনগাঁর শান্তনু ঠাকুর বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তবে পূর্ণমন্ত্রিত্ব জোটেনি কারও কপালে। এবার তো জয়ের হার আরও কম। তবে কি মোদির তৃতীয় মন্ত্রিসভায় (Modi Cabinet) আদৌ কারও জায়গা হবে? জয়ী বিজেপি প্রার্থীরাও এ বিষয়ে ঘোর সংশয়ে। দিল্লির রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, পূর্ণমন্ত্রী নয়, বাংলার (West Bengal) ভাবী সাংসদদের দু, একজন পেতে পারেন। সর্বোচ্চ তিনজনের ঠাঁই হতে পারে মোদির ক্যাবিনেটে। সেই তালিকায় থাকছে তমলুকের জয়ী প্রার্থী, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ারের মনোজ টিগ্গা, রানাঘাটের জগন্নাথ সরকার, বনগাঁর শান্তনু ঠাকুর। রয়েছে 'বিক্ষুব্ধ' সৌমিত্র খাঁ-র নামও। এঁদের মধ্যে শান্তনু ঠাকুর আগেরবার জাহাজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন।

৩ পাতার পর

পর পর ৩ বার মিললেও এবার 'ফেল' ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর

দিক থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতেও এবার ভালো ফল করবে বিজেপি। সেদিক থেকে সংখ্যার হিসেবে আমার বক্তব্য অবশ্যই ভুল প্রমাণ হয়েছে, কিন্তু যদি সংখ্যার বাইরে গিয়ে দেখেন আমি একেবারে ভুল বলিনি।' উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন- 'অব কি বার ৪০০ পার'। ভোটের মাঝে পিকে জানান, ৪০০ আসনের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও শ'তিনেক আসন বিজেপি ঠিকই পাবে।। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমার হিসাব অনুযায়ী বিজেপি আগের বারের সমান আসন পেয়েই ক্ষমতায় ফিরছে। হয়তো সামান্য বেশি কিছু আসন পেতে পারে। পশ্চিম বা উত্তর ভারতে বিজেপির আসন সংখ্যায় খুব বেশি হেরফের হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে এবার গেরুয়া শিবির বাড়তি সমর্থন পাচ্ছে।" পিকের দাবি ছিল, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, কেরল এবং তামিলনাড়ুতে বিজেপি নিজেদের উপস্থিতি এবার প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। এমন পূর্বাভাসের কারণ কী? পিকের জবাব ছিল, "মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে, এমন কথা দেশের কোনও প্রান্ত থেকেই শুনিনি।"

ক্যাবিনেট সচিব শ্রী রাজীব গৌবা তাপপ্রবাহ ও দাবানল পরিস্থিতি

মোকাবিলার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় এনসিএমসি-র বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব শ্রী রাজীব গৌবার পৌরোহিত্যে জাতীয় জরুরিকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি (এনসিএমসি)-র একটি বৈঠক হয়। এতে তাপপ্রবাহ ও দাবানল পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন তিনি। জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষে এনডিএমএ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক তাপপ্রবাহ ও দাবানলের বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে এবং সমগ্র দেশে এই সমস্যা মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও বর্ণনা করে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাভাবিকের তুলনায় ১০-১২ দিন বেশে তাপপ্রবাহ চলেছে। জুন মাসের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর-মধ্য ভারতে বিভিন্ন এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি এমন তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ বছর বর্ষা দেশের অধিকাংশ অংশে স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকের থেকে বেশি হবে। আবহাওয়া দপ্তর তাপপ্রবাহ সম্পর্কে নিয়মিত সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। এনডিএমএ জানায় ২০২৩-এর অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রক, দপ্তর ও রাজ্য সরকার একগুচ্ছ প্রস্তুতি বৈঠক করেছে। তাপপ্রবাহ মোকাবিলা এবং পানীয় জলের উপলব্ধতা বজায় রাখতে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও জরুরি ওষুধ এবং ওআরএস এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এড়াতে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি জানিয়েছে যে তারা নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এবং জেলাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছে।

ক্যাবিনেট সচিব তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়মিত প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য মুখ্য সচিবদের অনুরোধ জানান। জল সরবরাহ নিয়মিত রাখার বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেন তিনি।

দাবানল মোকাবিলা সম্পর্কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক নিজেদের প্রস্তুতি তুলে ধরে। মোবাইল এসএমএস ও ই-মেলের মাধ্যমে নিয়মিত এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে বলেও মন্ত্রক জানায়। জঙ্গলে আগুন নিয়ে অগ্নি ভ্যান নামে সতর্কতা ব্যবস্থামূলক একটি পোর্টালও চালু করা হয়েছে। ক্যাবিনেট সচিব জোর দিয়ে বলেন, দোশরা জুন ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরিহিত্যে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে তাতে দাবানল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ক্যাবিনেট সচিব তাপপ্রবাহ ও দাবানল পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং জীবনহানি রুখতে ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথা সম্ভব কম রাখতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আরও ভালো প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন বলে তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান। এনডিএমএ নির্দেশিত পদক্ষেপ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশও দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিব, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক, পানীয় জল ও স্বচ্ছতা বিষয়ক বিভাগ, কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন এবং পশুপালন বিভাগ, জল সম্পদ দপ্তর, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুরনরুজ্জীবন সংক্রান্ত দপ্তরের প্রতিনিধিরা এনডিএমএ, সিআইএসসি সদর দপ্তর এনডিআরএফ, আইএমডি এ এফএসআই-এর মহা নির্দেশকরা বৈঠকে যোগ দেন। এছাড়া বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর ও ওড়িশার প্রধান সচিবরা বৈঠকে যোগ দেন। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশের পদস্থ আধিকারিকরাও ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই বৈঠকে যোগ দেন।

সিনেমার খবর

একই ফ্রেমে রূপম, অনুপম ও প্রসেনজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'অযোগ্য'। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় এই জুটির এটি ৫০তম ছবি। এই ছবিতে রয়েছে আরও একটি চমক। একই ফ্রেমে দেখা যাবে রূপম ইসলাম , অনুপম রায় ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে।

'অযোগ্য' ছবির নতুন গান 'অযোগ্য আমি' ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে। এই গানের রক ভার্সনে কণ্ঠ দিয়েছেন রূপম ইসলাম। পুরো শহরজুড়ে ঘুরে ঘুরে এই গানের ভিডিওটি শ্যুট করেছেন তারা।

এই তিনজন একসঙ্গে আগেও বেশ কয়েকটি কাজ করেছেন, তবে এবারই প্রথম তারা একসঙ্গে এক মিউজিক ভিডিওতে ফ্রেম শেয়ার করেছেন। কালো পোশাক ও কালো সানগ্লাস পরে তারা সবাই নজর কেড়েছেন।

'দৃষ্টিকোণ' ও 'অর্ধাঙ্গিনী'র পর আবারও সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে অন্য ধরনের একটি গল্প নিয়ে আসছেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রসেনজিৎ এবং ঋতুপর্ণা। তাঁদের সঙ্গে আছেন শিলাজিৎ মজুমদার, যিনি গল্পের গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং অপূর্ণ সম্পর্কের মিশেলে তৈরি এই প্রেমের গল্পটি 'অযোগ্য' না যোগ্যভাবে দর্শকের মন জয় করতে পারবে ।সমস্ত উত্তর নিয়ে আসছে 'অযোগ্য', ৭ জুন, প্রেক্ষাগৃহে।

বিয়ের দাবিতে সালমানের বাড়িতে ভক্তের তোলপাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :বলিউড ভাইজান সালমান খানকে হত্যার জন্য পাকিস্তান থেকে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র এনেছিল লরেন্স বিষ্ণোর দল। সেই পরিকল্পনা সদ্য ফাঁস করেছে মুম্বাই পুলিশ। নতুন তথ্য ফাঁসের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই সামনে এসেছে আরেক নতুন খবর। সালমানকে বিয়ে করতে এক অচেনা নারী তার পানাভেল খামারবাড়িতে হাজির হন।

সালমানকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি ছেড়েছেন বলে দাবি করেন ওই নারী। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ২৪ বছর বয়সী ওই নারীর দাবি, তিনি সালমান খানের পাগল-ভক্ত। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সেখানে হাজির হন। তখন অবশ্য সেখানে ছিলেন না ভাইজান। নারীটির এমন পাগলামি দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর পানভেলের তালুকা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় ওই নারীকে।

শোনা যাচ্ছে, মানসিক চিকিৎসার জন্য কালাম্বলির এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওই নারী। তার মা-কেও ডেকে পাঠানো হয় দিল্লি থেকে। পরিবার চিন্তিত, কারণ মেয়েটি দিল্লি থেকে একা এসেছে মুম্বাইতে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সাল থেকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের টার্গেটে রয়েছেন সালমান খান। ওই বছরই একটি সিনেমার শুটিংয়ে গিয়ে রাজস্থানে একটি কৃষ্ণসার হরিণ মারেন এই অভিনেতা। আর এই কৃষ্ণসার হরিণকে দেবতা রূপে পুজা করে বিষ্ণোই গ্যাং। এরপর থেকেই সালমানকে হত্যার জন্য একের পর এক পরিকল্পনা করছে এই গ্যাং গ্রুপ।

রাবিনার সমর্থনে মুখ খুললেন কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত শনিবার রাতে বলিউড অভিনেত্রী রাবিনা ট্যান্ডনের গাড়ির ওপর চড়াও হন তিন নারী পথচারী। ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবার রাবিনার সমর্থনে মুখ খুললেন আরেক বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাবিনার জন্য একটি পোস্ট করে সরব হয়েছেন তিনি। ঘটনাকে বেশ ভয় পাওয়ার মতো বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

ওই পথচারীদের নিন্দা করে অভিনেত্রী লিখছেন, 'রাবিনাজির সঙ্গে যা হয়েছে তা সত্যিই বেশ ভয় পাওয়ার মতো ঘটনা।

ওই পথচারীদের দলে যদি আরও পাঁচ-ছয়জন থাকত, তাহলে তো রাবিনাজিকে ওরা মেরেই ফেলত। রাস্তায় এ ধরনের আচরণের আমরা নিন্দা করি। এই পথচারীদের তিরস্কার করা উচিত। এমন হিংসাত্মক ও বিষাক্ত আচরণ করেও এরা যেন পার না পেয়ে যায়।'

ঠিক কী হয়েছিল শনিবার রাতে? রাবিনার গাড়ি থামিয়ে চড়াও হন তিন নারী পথচারী। তারা দাবি করেন, অভিনেত্রীর গাড়ি তাদের ধাক্কা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চালক বেরিয়ে আসেন। তবে কোনো কথাই কানে তুলতে নারাজ তারা। এমন অবস্থায় গাড়ি থেকে রাবিনা বেরিয়ে আসতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন ওই পথচারীরা। বচসায় জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। অভিনেত্রীকে প্রায় মারতে তেড়ে যান ওই পথচারীরা। ভয় পেয়ে রাবিনা তাদের কাছে আবেদন করেন, 'দয়া করে আমাকে মারবেন না।'

ঘটনার ভিডিও নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাবিনার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দেন ওই পথচারীরা। যদিও মুম্বাই পুলিশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, রাবিনার গাড়ি মোটেই কাউকে ধাক্কা দেয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক ভিডিওতে এক ব্যক্তি দাবি করেন, রাবিনার গাড়ির চালক তাঁর মাকে ধাক্কা দিয়েছেন। প্রতিবাদ করতেই নাকি রাবিনা মারধর করতে শুরু করেন তাদের। সেই ব্যক্তির দাবি, অভিনেত্রীর বাড়ির কাছাকাছি এক রাস্তায় তিনি মা, বোন ও ভাইঝিকে নিয়ে হাঁটছিলেন। সেই সময় রাবিনার গাড়ি ধাক্কা দেয় তাদের।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানিয়েছে, রাবিনার গাড়ির কাছাকাছি ওই তিন পথচারী চলে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু কোনোভাবেই সেই গাড়ি তাদের ধাক্কা দেয়নি।

যে ফ্ল্যাটে সুশান্তের মৃত্যু হয়, সেটি ভাড়া নিলেন অভিনেত্রী আদা শর্মা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছরের অন্যতম বিতর্কিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'-র সৌজন্যে চর্চিত নাম আদা শর্মা। শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও খ্যাতি পেয়েছেন এই অভিনেত্রী। তবে নিজের ছবি ছাড়া আরও একটি কারণে চর্চায় রয়েছেন। জানা গেছে, মুম্বাইয়ে চার কক্ষের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে যে সে ফ্ল্যাট নয়, এটি ছিল প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের। জল্পনা বেশ কিছু দিন ধরেই চলছিল। অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। সুশান্তের ফ্ল্যাটেই থাকছেন আদা। প্রায় পাঁচ বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন অভিনেত্রী। চার মাস ধরে সেখানে থাকছেন। কেমন লাগছে আদার? জানালেন অভিনেত্রী।

২০২০ সালের জুন মাসে সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে ফাঁকাই পড়েছিল মুম্বইয়ের অভিজাত বান্দ্রা এলাকার জাগার্স পার্কের সেই ফ্ল্যাট। যখন সেখানে ভাড়া থাকতেন সুশান্ত, নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন ঘরের প্রতিটি কোণ। সেই সময় সুশান্ত প্রায় চার লাখ রুপি ভাড়া দিতেন ৩৬০০ বর্গফুটের এই সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাটটির জন্য। মঁ ব্লাঁ নামের আবাসনের ওই ফ্ল্যাটটি নাকি প্রচুর অর্থ দিয়ে ভাড়া নিয়েছেন আদা। কিন্তু প্রকৃত ভাড়ার পরিমাণ কিছু বলতে চাননি তিনি। আদার কথায়, “মাঝে আমি নিজের ছবির প্রচার ও অন্য কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত ছিলাম। তবে চার মাস হল আমার নিজের সংসার গুছিয়ে নিয়েছি সেখানে। আমি বাড়ি নিয়ে বড়ই খুঁতখুঁতে। যেখানে আমি ইতিবাচক পরিবেশ পাই না, সেখানে থাকতে পারি না। আমি বরাবর প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছি। পাখির আওয়াজ, গাছ, এসবের মাঝে। তাই মুম্বাই শহরে তেমনই একটা বাড়ি খুঁজছিলাম।”

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝেই

শুরু হচ্ছে কোপা-ইউরো কাপ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের হাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ১৫তম শিরোপার উঠার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ক্লাব ফুটবলের ২০২৩-২৪ মৌসুম। এখন ফুটবলারদের ব্যস্ততা বাড়বে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। বিশেষ করে ইউরোপ ও লাতিনের ফুটবলারদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে অনেকগুণ। চলতি মাসেই যে মাঠে গড়াবে ইউরোপ ও লাতিনের বড় দুই টুর্নামেন্ট।

ইতোমধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে গেছে চার-ছক্কার টুর্নামেন্ট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। রেকর্ড ২০ দলের অংশগ্রহণে চলছে নবম আসর। ক্রিকেট মহাযুদ্ধের মাঝে ফুটবলীয় রোমাঞ্চে বুঁদ হওয়ার সুযোগ পাবেন ক্রীড়ামোদীরা। তাই তো বলা যায় যারা রাতে খেলা দেখতে জেগে থাকবেন কিংবা ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন তারা একসঙ্গে ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ দুটোই উপভোগ করতে পারবেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষদিকের ম্যাচ যখন মাঠে গড়াবে তখন শুরু হবে ইউরোপ মহাদেশীয় ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ইউরো কাপ টুর্নামেন্ট। যেখানে অংশ নেবে ২৪টি দল। ৬ গ্রুপের রয়েছে ৪টি করে দল। জার্মানিতে ১৪ জুন শুরু হয়ে ইউরোপের এ ফুটবল মহাযুদ্ধ চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। এই টুর্নামেন্টের অধিকাংশ ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায়। যদিও কিছু ম্যাচ তার আগে শুরু হবে।

অন্যদিকে লাতিন ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই কোপা আমেরিকা মাঠে গড়াবে ২১ জুন থেকে। টুর্নামেন্টটি এবার অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। তাই ম্যাচগুলো হবে বাংলাদেশ সময় ভোরের দিকে। অর্থাৎ যারা যুক্তরাষ্ট্রের সময়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে ভোরে জেগে থাকবেন তারা একসঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন ফুটবলে মেসি-সুয়ারেজ-এনড্রিকেদের লড়াই। এই টুর্নামেন্ট ২১ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। যেখানে লাতিন ও উত্তর আমেরিকা দুই মহাদেশের ১৬টি দল অংশ নেবে শতবর্ষী এই টুর্নামেন্টে। চার গ্রুপে খেলবে দলগুলো।

ইউরোর গ্রুপ বিন্যাস

এ-গ্রুপ: জার্মানি, সুইরাজল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও স্কটল্যান্ড

বি-গ্রুপ: স্পেন, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া ও আলবেনিয়া

সি-গ্রুপ: ইংল্যান্ড, সার্বিয়া, ডেনমার্ক ও স্লোভেনিয়া

ডি-গ্রুপ: ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া

ই-গ্রুপ: বেলজিয়াম, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও ইউক্রেন

এফ-গ্রুপ: পর্তুগাল, তুরস্ক, জর্জিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র

কোপা আমেরিকার গ্রুপ বিন্যাস

এ-গ্রুপ: আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু ও কানাডা

বি-গ্রুপ: মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর ও জ্যামাইকা

সি-গ্রুপ: উরুগুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, বলিভিয়া ও পানামা

ডি-গ্রুপ: ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া ও কোস্টারিকা

ক্রিকেটে যেভাবে উগান্ডার উত্থান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ৪৩ বছর বয়সী ফ্রাঙ্ক সুবুগা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন ২৭ বছর ধরে। এবারের টি২০ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার উগান্ডার এ স্পিনিং অলরাউন্ডার। এত লম্বা সময় খেলার রহস্য তিনি খোলাসা করেছেন নিজেই, 'প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ১০ কিলোমিটার জগিং করি। এর পর স্ট্রেচিং করে সকাল ১০টা থেকে দলের সবার সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিই।' আরও একটি রহস্য আছে। তিনি মদ স্পর্শ করেন না; এক কাপ চা, কফি কিংবা জুস পান করেই প্রশান্তি মেলে তাঁর। এই সুবুগাই আসলে উগান্ডার ক্রিকেট ঐতিহ্যের প্রতীক।

সুবুগার সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেটের একটা কাকতালীয় মিল আছে। ১৯৯৭ সালে যে আইসিসি ট্রফি বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভিত গড়ে দিয়েছিল, সেই আসরে আন্তর্জাতিক পথচলা শুরু করেছিলেন সুবুগা। ২৭ বছর আগে আইসিসি ট্রফি খেলেছিলেন তিনি পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার হয়ে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে গড়া দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায় ২০০৩ সালে। তাই বলে সুবুগা থেমে থাকেননি। বিশ্বকাপ খেলার অলীক স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। অবশেষে ৪৩ বছর বয়সে এসে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সুবুগার। জিম্বাবুয়ে, কেনিয়াকে হারিয়ে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে তাঁর দেশ উগান্ডা।

ব্রিটিশ কলোনি উগান্ডায় ক্রিকেট শুরু হয় ১৯৪০ সাল থেকে। তবে সেটা খুবই সীমিত আকারে। এশিয়ান বেনিয়া ও উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রিটিশদের মধ্যে শুরু হওয়া ক্রিকেট ধীরে ধীরে স্থানীয়দের মধ্যে ছড়ায়। বর্তমান উগান্ডা দলটি পুরোপুরি ভূমিপুত্রদের নিয়ে গড়া। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কানাডার মতো অভিবাসীদের দল নয় তারা।

বেশির ভাগ সময় আইসিসির ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ স্তরে খেলা আফ্রিকার এ দেশটিকে বিশ্বকাপ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে কোচিং করানো লরেন্স মাহাথলেনে। ২০২০ সালের শেষ দিকে তিনি উগান্ডা জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর মাথা থেকেই বিশ্বকাপ খেলার চিন্তা জন্ম নেয়। সুবুগা সেই স্মৃতি বর্ণনা করেছেন, 'তিনি আমাদের দলের প্রতিভা দেখার পর এক দিন বললেন - আমার মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে তোমাদের পক্ষে ২০২৪ বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব। তাঁর কথা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। তবে এর পর থেকে আমাদের সবকিছু বদলে যেতে থাকে। তিনি আমাদের নিয়ে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন।'

গত বছর অক্টোবরে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ের আগে উগান্ডার হেড কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান মাহাথলেনে। তিনি না থাকলেও সেই টুর্নামেন্টে জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় উগান্ডা। ক্রিকেটারদের কাছেও এ ফলাফল বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর হবেই বা কেমন করে? এর আগে উগান্ডা আইসিসির কোনো পূর্ণ সদস্য দেশের বিপক্ষে খেলেনি। সেই স্মৃতিও বলতে গিয়ে আবেগে ভেসে যান সুবুগা,ওনামিবিয়ার কাছে হারার পর আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বললাম। আমরা এ হার ভুলে পূর্ণ মনোযোগ দিলাম জিম্বাবুয়ে ম্যাচে। আমরা জানতাম, জিম্বাবুয়েকে হারাতে পারলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে আমাদের। ছেলেরা মনপ্রাণ উজাড় করে খেলে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে দিলেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেই জয়ের পর আমরা ভোর ৪টা পর্যন্ত জেগে ছিলাম।'

দেশে ফেরার পরও বিজয় উদযাপন চলেছে বলে জানান সুবুগা, 'দেশে ফিরে দেখি পুরোদমে তখনও পার্টি চলছে। প্রতিদিনই টিভি-রেডিও থেকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমাদের ডাক আসত। বাইরে গেলেই লোকজন আমাদের ঘিরে ধরত। সবাই কেবল ওই ম্যাচের গল্প শুনতে চাইতেন।' এখন তাদের চ্যালেঞ্জ বিশ্বকাপ। সুবুগা রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষায় আছেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের জন্য, '২৭ বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলছে। আমার বয়স এখন ৪৩, আগস্টে ৪৪ হবে। আমার জন্য এটা অসাধারণ এক বিষয়। বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচটি খেলতে আমার তর সইছে না।' তাই বলে বিশ্বকাপ বিশাল কিছু করার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখছেন না তারা, 'নিজেদের আমরা বিগ হিটিং দল মনে করি না। কেবল নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে চাই।' নিজেদের দেশে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

সুপার ওভারে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে যে ব্যাখ্যা দিলেন বাবর আজম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার ওভারে পাকিস্তানকে হারাল যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান করেছিল ৭ উইকেটে ১৫৯ রান। যুক্তরাষ্ট্র ৩ উইকেট হারিয়ে থামে ১৫৯ রানেই। ফলে সুপার ওভারে গড়িয়েছে ম্যাচটি। পরে সুপার ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ১৮ রান তোলে। জবাবে পাকিস্তান ১ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৩ রান।

বৃহস্পতিবার ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি পাকিস্তানের। শুরু থেকেই তাদের চাপে রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের বোলাররা। তবে এই হারের জন্য বোলারদেরই দুষলেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম।

ম্যাচ হেরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মানসম্পন্ন ছিলাম না। প্রথম ১০ ওভারে এটার ঘাটতি ছিল। আমরা তারপর ফিরে এলেও ওরা তার আগেই মোমেন্টাম পেয়েছে। তবে আমাদের বোলিং বিচারে রানের পুঁজিটা ডিফেন্ড করা উচিত ছিল। এই পিচে আমাদের বোলিং বিচারে এটা ডিফেন্ড করার মতোই স্কোর ছিল।

বাবর মনে করেন, নিজেদের মানের ধারেকাছেও বোলিং করতে পারেননি হারিস, আমিররা। তিনি বলেন, আমরা বোলিংয়ে এর চেয়ে ভালো। প্রথম ছয় ওভারে আমরা উইকেট নিতে পারিনি। মাঝের ওভারে যদি আপনার স্পিনাররা উইকেট নিতে না পারে, তাহলে চাপটা চলে আসে। দশ ওভার পর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু তারা যেভাবে সুপার ওভারে খেলাটি শেষ করেছে, কৃতিত্ব অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র দলকে দিতে হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে পেলেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। এ ছাড়াও ২০২৩ সালে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তারকা ব্যাটার। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পুরস্কার হাতে পেয়েছেন তিনি।

গত জানুয়ারিতে বর্ষসেরা নির্বাচিত হন কোহলি। তবে এতদিন পুরস্কার হাতে পাননি তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটার। সেখানেই তার হাতে বর্ষসেরার পুরস্কার হিসেবে একটি ট্রফি ও ক্যাপ তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩ মে তাকে দেওয়া পুরস্কারের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে আইসিসি।

গত বছর ২৭ ওয়ানডের ২৪ ইনিংসে ৬টি সেঞ্চুরি এবং ৮টি হাফ-সেঞ্চুরিতে ৭২.৪৭ গড় এবং ৯৯.১৩ স্ট্রাইক রেটে ১৩৭৭ রান করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১৬৬ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

১১ ইনিংসে ৭৬৫ রান করে ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও ছিলেন কোহলি। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসেই যা সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। বিশ্বকাপে আরও একটি রেকর্ড গড়েন কোহলি।

স্বদেশী কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ ওয়ানডে শতকের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০ সেঞ্চুরির মালিক হন তিনি। এছাড়া এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯৪ বলে অপরাজিত ১২২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ভারতের এশিয়া কাপ জয়েই তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

আগামী ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান। এরপর ৯ জুন পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে রোহিত বাহিনী। গ্রুপ পর্বে তাদের পরের দুই ম্যাচ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিপক্ষে।

যে কারণে দিবালাকে বাদ

দিলেন কোচ স্কালোনি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাঁ পায়ের দুর্দান্ত স্কিল এবং গতিময় শটের জাদু দেখিয়ে আর্জেন্টাইন ফুটবলে নজর কেড়েছিলেন পাওলো দিবালা। ভাবা হচ্ছিলো আর্জেন্টিনার পরবর্তী তারকা। তবে ইনজুরি আর দলের পজিশনের জন্য নিয়মিত হতে পারেননি তিনি।

অনেকের ধরণা দিবিলা বাঁ পায়ের খেলোয়াড় হওয়ায় দলের মূল একাদশে জায়গা পান না। কারণ, সেখানে মেসি এবং ডি মারিয়াকে নিয়ে পরিকল্পনা সাজান কোচ স্কালোনি। এদিকে গুঞ্জন উঠেছে আসন্ন কোপা আমেরিকার দল থেকেও বাদ পড়তে যাচ্ছেন দিবালা।

এর আগে ইকুয়েডর ও গুয়েতামেলোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এই দুই ম্যাচের স্কোয়াডেও নেই দিবালা। এ নিয়ে সোমবার সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

তিনি বলেন, এখানে শুধু তার (দিবালার) ব্যাপার না। যখন আপনি একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেবেন, বিশেষ করে যে অবস্থায় আমরা দিয়েছি, এটা সবসময়ই কঠিন। আমাদের তার প্রতি বিশেষ ভালো লাগা আছে। কিন্তু সবসময়ই বলেছি, দল সবার আগে।'

'পজেশনের কথা ভাবনায় আনলে, বিশেষত কিছু জায়গায় আমাদের সমস্যা আছে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হতো। দুনিয়ার সব ব্যথা নিয়ে আমরা দিবালাকে বাদ দিয়েছি।'

খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে স্কালোনি বলেন, কিছু খেলোয়াড়ের অবস্থা আদর্শ নয়। কিছু জায়গায় খেলোয়াড়দের শারিরীক অবস্থা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে। আমাদের অনেক জায়গা কাভার করে তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এজন্যই দলের সঙ্গে অতিরিক্ত খেলোয়াড় আছে।

গত বছরের শেষদিকে আর্জেন্টিনার দায়িত্ব ছাড়তে চান স্কালোনি, এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তবে স্কালোনি জানিয়েছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ভিন্ন কিছু না ভাবলে আপাতত মেসিদের সঙ্গেই থাকবেন।

তিনি বলেন, আমার ভবিষ্যৎ? আমি ইতোমধ্যে নভেম্বরে খারাপ সময় কাটিয়েছি। এখন শক্তি যোগাতে ও নিজেকে মেলে ধরতে হবে। এই মুহূর্তে আমি ভালো আছি। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ভিন্ন কিছু না ভাবলে আমি এখানেই আছি।

ভারতের কোচ হতে ফের আবেদন করবেন না দ্রাবিড়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় দলের হেড কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি শেষ হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। তবে এর আগেই নতুন কোচ খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিসিসিআই। যদিও দ্রাবিড়ের জন্য আবারও আবেদন করার দুয়ার খোলা রেখেছিল তারা। কিন্তু দ্রাবিড় জানালেন, বিশ্বকাপই শেষ। এরপর ভারতীয় দলকে বিদায় জানাবেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে দ্রাবিড় বলেন, 'আমার দায়িত্ব পালন করা শেষ অ্যাসাইনমেন্ট হবে এটাই। জীবনের এই পর্যায়ে এসে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং সামনে যা সূচি আছে, তা ভেবে দূর্ভাগ্যবশত আমার মনে হয় না, আমি ফের আবেদন করতে পারব। তাই হ্যাঁ, এটাই শেষবার। তবে এই (টুর্নামেন্টের গুরুত্ব) আমার কাছে আলাদা মাত্রা বহন করে না, যেটা আগেও বলেছি।'

'আমি কোচিং করাতে ভালোবাসি। ভারতকে কোচিং করানোটা আমি সত্যিই উপভোগ করেছি এবং আমি মনে করি এটি সত্যিই স্পেশাল কাজ। এই দলের সঙ্গে কাজ করাটা উপভোগ করেছি আমি।'

২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রবি শাস্ত্রীর উত্তরসূরি হিসেবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব বুঝে নেন দ্রাবিড়। তার অধীনে ভারত গত বছরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে। কিন্তু কোনোটিতেই জিততে পারেনি। মূলত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই দ্রাবিড়ের চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা বাড়িয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

নেই নাম, নেই সংখ্যাও: কেন এমন জার্সিতে খেললেন কোরি?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের হয়ে দীর্ঘ দিন খেলেছেন। এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার। বিশ্বকাপে কানাডার বিরুদ্ধে ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে অভিষেক হয়েছে কোরি অ্যান্ডারসনের। কিন্তু তার জার্সির পিছনে কোনও নাম বা সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়নি।

অনেকেই মনে করেছেন আইসিসি-র নিয়মের কারণে হয়তো এমন কাজ করতে হয়েছে। তবে তা নয়। দলের খামতির জন্যই এমন জার্সি পরে নেমেছিলেন কোরি।

দলের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, “ওকে এমন জার্সি দেওয়া হয়েছিল যেটা ওর গায়ে হচ্ছিল না। ম্যাচের আগে পর্যন্ত সঠিক মাপের জার্সি দেওয়া যায়নি। ফলে অস্বস্তি নিয়ে ছোট মাপের জার্সি পরেই ম্যাচে নামতে হয়েছে ওকে। তাই পিছনে নাম বা সংখ্যা ছিল না।”

অস্বস্তি সত্ত্বেও কোরির বোলিং দেখে তা বোঝা যায়নি। মাঠে তাঁর পারফরম্যান্স ছাপ ফেলেছে। তিন ওভার বল করেন তিনি। ২৯ রানে একটি উইকেট নেন।

কানাডার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে জিতিয়েছেন ব্যাটারেরা। অ্যারন জোন্স এবং আন্দ্রিয়েস গৌসের জুটি আমেরিকাকে জিতিয়ে দেয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR